প্রাগৈতিহাসিক কেচ্ছা-১

পরী শিকার

মেজবাহউদ্দিন জওহের

মজু বলল - 'এ্যাই মেজর, আইজ রাইতে উত্তর পাড়ার হাবেজুদ্দি সরকারের বাড়ীত জলি ফকিরের জ্বিন হাজির করব, যাবি'?

জলি ফকিরের জ্বিনটা এলাকার মধ্যে সবচেয়ে নামকরা জ্বিন, নানারকম আশ্চর্য্য সব কান্ড ঘটিয়ে সে লোকজনকে তাক্ লাগিয়ে দেয়। জলি ফকির দুবলা পাতলা লোক, কালিয়াকৈর বাজার হতে আড়াইমনী বস্তা মাথায় করে গায়ে নিয়ে আসে কীভাবে ? রিপোর্ট আছে, জ্বিনে জলি ফকিরকে হাওয়ায় ভাসিয়ে নিয়ে বেড়ায়, একরাত্রের মধ্যে তাকে বিরুলিয়ার বটগাছের উপর রেখে আসে। পাতিল ভর্তি রসগোল্লা-সন্দেশ উপহার নিয়ে আসে জলি ফকিরের জন্যে। এমন একটি উপকারী জ্বিনকে জলজ্যান্ত চোখের সামনে দেখার সুযোগ হেলায় হারানো উচিৎ হবে না। বাচ্চু ভাইয়ের সাথে শলাপরামর্শ করি, রাতের বেলা হাবেজুদ্দি সরকারের বাড়ীতে হাজির থাকতেই হবে। মাখনাও আমাদের সাথে যেতে রাজী হলো।

মাখনাকে বললাম - 'আচ্ছা চেঞ্জু, জলি ফকিরের ওডা জ্বিন না পরী ? এই না শুনি যে পুরুষ মানুষেরে পরীতে ধরে, মাইয়া মানুষেরে জ্বিনে। তাইলে জলি ফকিররে পরীতে না ধইরা জ্বিনে ধরল ক্যান'?

মাখন বয়েসে আমার চেয়ে ছোট হলেও এসব বিষয়ে ওর প্রচুর জ্ঞান। সে বলল - 'ওডা নিচ্যয়ই পরী, জ্বিন না। পুরুষ মাইনষেরে কুনদিন জ্বিনে ধরে না। পুব্ বাড়ীর জায়ফল ফুফুরে যেটায় ধরছিল সেইটা জ্বিন ছিল, খুব শক্তিমান জ্বিন'।

কিছুদিন আগে জায়ফল ফুফুরে জ্বিনে ধরেছিল। জায়ফল ফুফু খুবই সুন্দরী মহিলা, কিন্তু জ্বিনে ধরার পর তার মাথা আউলা হয়ে যায়, নেংটা হয়ে ঘুরে বেড়াতেন। ভিটার পাড়ে শিমুল গাছে জ্বিনটা বসেছিল। জায়ফল ফুফু মংগলবার দুপুরে গজার মাছের শালুন দিয়ে ভাত খেয়ে যেই না ভিটার পাড়ে গিয়েছে অমনি জ্বিন তার ঘাড়ে সওয়ার হয়েছে। ফুফু পাক্কা দুই বছর জ্বিন কাঁধে নিয়ে বেড়িয়েছে, জৈনুদ্দিন ফকিরের চেষ্টায় অবশেষে ফুফু রেহাই পেয়েছে। জায়ফল ফুফুর বিয়ে হয়ে গেছে, তবে তাকে নিয়ে আমরা যে ছড়া বানিয়েছিলাম তা এখনও মনে আছে -

'আজগানা গাঁও পাগল করল দিলজান পাগলিনী
খালপাড় গাঁও পাগল করল জায়ফল পাগলিনী'।

মাখনকে বললাম - 'আমাগো পরীতে ধরে না ক্যান্ রে ? এত ঘোরাঘুরি করি কই কিছুই তো অয় না'?

মাখন বলল - 'তর পরীর উপর খুব শখ তাই না ? ধরলে বুঝবি মজা'।

আমি বললাম - 'ক্যান্, ধরলে কি অইব ? পরীরা কত সুন্দর, একেবারে পরীর লাহান। যদি ধইরা কোহকাফ শহরে নিয়া যায় তাইলে ? জীবনেও পরীস্থান দেখতে পারবি না, পারবি'?

আমার কথা শুনে মাখনা থমকাল একটু। কথাটা সে এভাবে ভেবে দেখে নাই, রাংগা টুকটুকে একটা পরীর সাথে পরীর দেশে চলে যাওয়া মন্দ না, বড়োই রোমাঞ্চ। কিছুক্ষন চুপ থেকে সে বলল - 'সবাইরে পরীরা কোহকাফ শহরে নিয়া যায় না, যারে পছন্দ অয় তারেই শুধু নেয়। কোহকাফ শহরে একবার গেলে আর ফিরা আহন যায় না। পরীর সাথে বিয়া দিয়া সেখানেই রাইখা দেয়'।

পরীর সাথে বিয়ে ! আদম সন্তানের !! খুশিতে মনটা ভরে যায়, দুজনে যুক্তি করি যেভাবেই হোক পরীর চোখে পড়তেই হবে। শোল বা গজার মাছের শালুন দিয়ে গরম ভাত খেয়ে শনি-মংগলবার দুপুরে ও কালি সন্ধায় ঘুরাঘুরি করতে হবে খুব। ভাগ্য ভাল হলে পরীর চোখে পড়েও যেতে পারি।

রাতের বেলা বাচ্চু ভাই ও মাখনাসহ উত্তর পাড়া রওনা হয়ে যাই। পরীর সাথে বিয়ে বসতে মনে যতই শখ থাক, রাতের বেলা কোথাও যেতে হলে গা ছমছম করে। অথচ জ্বিন-পরীদের নজরে পড়ার মোক্ষম সময় হলো রাতের আঁধার। নাহ্, সাহস না বাড়াতে পারলে কিছুতেই তাদের নজরে আসা যাবে না।

হাবেজুদ্দিন সরকাররা বড় গেরস্থ, বাড়ীভর্তি টিনের ঘর। এক একটা ঘরভর্তি পাটের পিল, ঘরের চাল ঠেকে আছে। উত্তরের ঘরে জ্বিন হাজির করা হবে। ঘরের মাঝখানে জলি ফকির বসে আছে। খালি গা, সারা গায়ে চুবচুবা করে সরিষার তেল মাখানো হয়েছে। গাঁয়ের অনেক লোক জড়ো হয়েছে, বারান্দায় কয়েকজনকে সাথে নিয়ে মিনা বয়াতি মুর্শিদি গান ধরেছে। আমাদের দেখে মজু খুব খুশী হলো।

আমি বললাম - 'এ্যাই মজু, খালি গান অইতেছে, জ্বিন আইব কহন'? মজু বলল- 'দুর বোকা, জ্বিন সন্ধা রাইতে আহেনি। রাইত ভার অইলে তবেই আহে। দেখছস না, ফকিরের সারা গায়ে তেল মাখাইছে, পড়া তেল। রাইত দুপুর তক গান অইব তারপর যুদি জ্বিন আহে। অহন গান গাইয়া জ্বিনেরে ডাকতাছে'।

আমি সংশয়ের সুরে বললাম - 'জ্বিন আইব তো'?

- 'আইব না মানে, জ্বিনের বাপে আইব। ইডা তালিবালি করনের জাগা না। দ্যাখ্ গা, জ্বিন এতক্ষনে হয়তো অর্ধেক রাস্তা আইসা পড়ছে'।

মজুর গলায় দৃঢ় প্রত্যয়, আমিও আশ্বস্ত হই।

বহুক্ষন গান চলল। হঠাৎ গানের আসরে ধুন্দুমার কান্ড শুরু হয়ে গেল। সামু পাগলা দুই হাত দিয়ে সমানে মাটিতে আঘাত করছে, তার মুখ দিয়ে অমানুষিক গোঙরানোর আওয়াজ বের হচ্ছে। সেই শব্দে আমার বুকের ভেতর কাঁপন শুরু হয়ে গেল। বাব্বাহ্, এমন বিদঘুটে আওয়াজও মানুষের মুখ দিয়ে বের হয় ! মজু ফিস ফিস করে বলল - 'ভার আইছে, পাগলের ভার আইছে'।

এই অবস্থা কিছুক্ষন চলল। মিনা বয়াতি জিজ্ঞেস করল - 'আইজ্ঞা আপনে কেডা'?

পাগলের মুখ হতে অমানুষিক স্বরে জবাব আসল - 'আমি আলী সাব'।

সর্বনাশ। গানের চোটে মহাবীর হায়দর আলী আসরে হাজির হয়েছেন। সমবেত দর্শক-শ্রোতারা তটস্থ হয়ে উঠে। সোজা কথা ! যেনতেন লোক না, স্বয়ং আলী সাব - মা ফাতেমার স্বামী ! তার সামনে কি বেয়াদপি করা যায় ? সকলে সমবেত স্বরে সামু পাগলার উপর সওয়ার হওয়া বীরকে আন্তরিক ছালাম-আদাব জানায়। মিনা বয়াতি তাড়াতাড়ি এক বাটি পানিতে আল্লাহর কালাম পড়ে ফুক দিল। পাগলের চোখেমুখে সেই পানির ছিটা দেওয়ার সাথে সাথে তার শরীর নিমেষে শিথিল হয়ে গেল। একটা শাদা চাঁদর গায়ে সে মড়ার মতো পড়ে আছে এখন। যাক্ রক্ষা, আলী সাব চলে গিয়েছেন।

আবার গান চলছে। ঘুটঘুটে আঁধার রাত। গাছগাছালির ফাকে ফাকে তারাগুলি মিটমিট করছে। ঘরের ভেতর একটিমাত্র কুপি, তার আবছা আলোয় জলি ফকিরকে ভালমতো দেখা যায় না। হঠাৎ সেদিক থেকে উত্তেজনার আভাস পাওয়া গেল। ফকিরকে খুব অস্থির লাগছে। গলা দিয়ে হু হু আওয়াজ বেরুচ্ছে, মাঝে মাঝে মাটিতে জোরে জোরে থাবড়া মারছে। আমরা সচকিত হয়ে উঠি। মুন্তাজ মামু ঘোষণা করলেন- 'জ্বিন অখন কাশিমপুরের বটগাছের মাথায়, কিছুক্ষনের মধ্যেই হাজির হইয়া যাইব'।

কিছুক্ষন প্রতীক্ষার প্রহর, টান টান উত্তেজনা। আশে পাশের আবহাওয়া কেমন যেন ভারী হয়ে এসেছে, টিনের চালে কীসের জোর শব্দ হলো একটা। সেই শব্দে দরজা জানালা ঝনঝন করে উঠল। জলি ফকির মৃগী রোগীর মতো গো গো শব্দ করে দড়াম করে পড়ে গেল। সাথে সাথে

কূপীটা দপ্ করে নিভে গেল। ঘরে এখন নিকষ কালো আঁধার। কে একজন একটা কাপড় দিয়ে ফকিরের দেহটা ঢেকে দিল। বাস্, পরী এসে গেছে।
ফকিরের মুখ দিয়ে অবোধ্য সব শব্দ বেরুচ্ছে। ইকড়ি, মিকড়ি, হার্মকি, ডামকি – অশ্রুতপুর্ব সব শব্দ। একটাও বাংলা শব্দ নাই। বাচ্চু ভাই বললেন – ‘জ্বিনে ইংরেজীতে কথা কইতেছে’। আমরা কেউ ইংরেজী জানি না, ইংরেজী জানা জ্বিনের উপর আমাদের ভক্তি বেড়ে গেল।
মাখনা ফিসফিস করে বলল – ‘ইডা নিঘ্যাত পরী, গলা কি চিক্কন হুনছস্’?
বাস্তবিকই খনখনা চিকন গলা ! জলি ফকিরের গলা এমুন না, ফকিরের মুখ দিয়ে পরীতে কথা বলছে। মিনা বয়াতি বলল – ‘ছালামালেকুম। হুজুরের আসতে এত দেরী হইল ক্যান’?
পরী বলল –‘ওয়ালাইকুম। আমি বহুৎ দুরে আছিলাম, হেই সুন্দরবনের কাছে। ডাক শুইনা তাড়াতাড়ি আইতেছিলাম, ভাটিয়াকান্দির ময়মন পাজীডায় পথ আটকাইল। তাই আইতে এত দেরী অইল’।
বাপ্স্, ময়মন দেও জ্বিনেগো সর্দার ! তারে ফাকি দিয়া আসা সোজা কথা ? আচ্ছা, বয়াতি পরীস্থানের কথা জিগায় না ক্যান্, আমি অইলে আগে কোহকাফ শহরের কথা জিগাইতাম – মনে মনে ভাবলাম আমি।
মিনা বয়াতি আবার বলল – ‘পশ্চিম বাড়ীর কদমের খোঁজ নাই, কদমের মা কাঁনতে কাঁনতে চউখ অন্ধ কইরা ফালাইল। পোলাডার কোন খবর দিবার পারেন’?
পরী কিছুক্ষন চুপ করে থাকে, তারপর বলে – ‘কলাকোপার কাছে অগো নাও ডুইবা গেছে, তয় কদম মরে নাই ভাল আছে। শীগগীরই ঘাসি নৌকায় চইড়া ফিরা আইব’।
বয়াতি আবার বলে – ‘কাশিমালি’র বউডা ব্যাদনায় মারা যাওয়ার জো, আইজ আপনেরে তার লাইগাই স্মরণ করছি। কিরপা কইরা তারে ওষুধ দিয়া যান’।
সারা ঘর নিস্তব্ধ। টুপ করে একটা শব্দ হলো, ঘরের ভেতর কেউ যেন ঢিল মেরে কিছু ফেলল। পরী বলল –‘এই তাবিজ শনিবার বা মংগলবার বাম হাতে বাঁন্ধতে হইব। এর মধ্যে খোদার পাক কালাম আছে, পাক-সাফ থাকতে হইব। গরুর গোশত, শোল-গজার মাছ, ইচা মাছ খাওয়া বারণ। ইনশাল্লাহ ভাল হইয়া যাইব’।
পরীরা বেশীক্ষন থাকে না। বয়াতি আরও কিছু বলার জন্যে গলা খাকারি দিলেন, কিন্তু না, সময় নাই। হঠাৎ করেই ফকিরের দেহটা লাফ মেরে হাত দেড়েক উচু হয়ে দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ল। খেল্ খতম, পরী চলে গেছে। সবাই কলকল করে উঠল। কেউ ফকিরের মুখে ও মাথায় পানির ছিটা দিচ্ছে, কেউ বা তার গায়ে বাতাস করছে। আমরা গুটি গুটি পায়ে যার যার বাড়ীর পথ ধরলাম।

জ্বিন-পরীর আছর সহজে নামে না, আমাদের কাঁধেও তা বেশ কিছুদিন চেপে রইল। কেষ্ট ফকিরের ভিটা জ্বিন-পরীদের আখড়া। শনি-মংগলবার তার আশেপাশে ঘোরাফেরা করলে পরী দেখার চান্স আছে। কিন্তু সেখানে যাওয়া মুশকিল, পরীর বদলে ভুতের কবলে পড়লে খবর আছে। ভুতেরা বাচ্চা পোলাপানের ঘাড় মটকায় এ খবর আমাদের ভালই জানা আছে।
মাখনার গলায় সবসময় ঢোলের মতো বড় এক তাবিজ ঝুলে থাকে। সেটাতে সুরা ইয়াসিন ভরে দেয়া আছে। কদম মুন্সীর পোলা বাছের বলল – ‘তরা ভীতুর ডিম, জীবনেও পরী দেখবার পারবি না। খোদার কালামের কাছে ভুত আহে কেমতে রে’?
ঠিক। সুতরাং শনিবার দুপুরবেলা আমরা সবাই কেষ্ট ফকিরের ভিটার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাই। উদ্দেশ্য পরী শিকার। পশ্চিম পাড়ার সরকার বাড়ীর আম গাছতলায় এসে আক্কেল গুড়ুম ! সেখানে এই অবেলায় কে দাড়িয়ে ?
অসম্ভব সুন্দর একটা মেয়ে। লাল ঘাগড়া পড়া, মুখ যেন গোলাপ ফুল। কালো মখমলের মতো এক বোঝা চুল ঘাড় ও মুখের অনেকটুকু ঢেকে রেখেছে। মা’র কাছে আয়না পরীর গল্প

শুনেছি। এই মেয়েটির সাথে আয়না পরীর এইটুকুমাত্র তফাৎ – এর কাঁধে কোন পাখা নাই। আমার চেয়ে একটু লম্বা, ঠিক পারুল বুজির সমান। হবি ফিসফিস করে বলল – 'সরকার সাবের নাতিন, মির্জাপুর স্কুলে পড়ে। এক্কেরে বেলাহাজ, সক্কলের সামনে ধাই ধাই কইরা নাচে'।
মেয়েটি আমাদের বলল– 'এ্যাই ছেমড়ারা, এইদিকে আয় তো'।
একে সরকার সাবের নাতিন, তায় আবার আয়না পরীর জমজ বোন। সে ডাক উপেক্ষা করে কার সাধ্যি ? গুটিগুটি পায়ে কাছে যাই। মেয়েটি বলল – 'তুই কে রে, কী সুন্দর ফুটফুটে চেহারা ! নাম কি তর'?
মা'র কাছে হামেশাই শুনি আমার চান্দের মতো চেহারা। পরীর মতো একটা মেয়ের কাছ থেকে সে কথার স্বীকৃতি পেয়ে অপার আনন্দে মন ভরে যায়। মুহূর্তেই মেয়েটির গোলাম বনে যাই আমি। নাম ও বাবার নাম বলতে সে বলে – 'অ, তুই রাহে মামার ভাই। তাই চেনা চেনা লাগছিল। আয় আয়, ভেতরে আয়। এই দুপুইরা রৌদ্রে দলবল নিয়া কই যাইতেছিলি'?
আমাদের গোপন মিশনের কথা না হয় চেপে দিলাম, কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের ছেড়ে স্বার্থপরের মতো একা এর সাথে যাওয়া কি সংগত হবে ? অথচ এমনই অমোঘ সেই আহ্বান যে পাশ কাটানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা মনের কোথাও খুঁজে পেলাম না। পরী শিকার করতে এসে সত্যি সত্যিই এক পরী আমাকে শিকার করে বসল।
মেয়েটির পিছে পিছে একটি ঘরে যেয়ে ঢুকলাম আমি। একটি খাট, তার উপরে বইপত্র ছত্রখান হয়ে আছে। সে বলল – 'আমি তর খালা হই, কিন্তু সাবধান আমারে খালা মালা কবি না। আমার নাম আভা, আভা – বুঝলি'। আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। নাম তো দুরের কথা, আভার জন্য আগুনেও ঝাপ দিতে পারি আমি ।
আভা বলল – 'টফি খাবি'?
টফি ! বলে কি, সে যে স্বর্গীয় মিষ্টান্ন। টফির মতো সুস্বাদু জিনিষ কে না খায় ? তবুও মনে হলো, বেশী লোভ দেখানো ঠিক হবে না। মান–সম্মানের প্রশ্ন। সুতরাং লোভ দমন করে বললাম – 'টফি ? নাহ্, পারুল বুজি কয় টফি খাইলে দাত পোকায় ধরে'।

- 'দুর বোকা ! তর পারুল বুজি কিচ্ছু জানে না। এই যে আমি এত টফি খাই, কই আমার দাতে তো.......' বলতে বলতে লাল টুকটুকে ঠোট দু'টি ফাক করে দুই সারি ঝকঝকে মুক্তা মেলে ধরল আভা। আমি সম্মোহিতের মতো সেই মুখের দিকে চেয়ে আছি।
- 'কিরে, হাবার মতো অমন করে চেয়ে আছস্ কেন, কী দেখছস্' !

আমি সরল স্বীকারোক্তিতে ভেংগে পড়ি – 'তুমি খুব সুন্দর, আয়না পরীর লাহান। আয়না পরীর চাইতেও বেশী..'।
একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে যায় তখন। আভার ইষৎ কঠোর মুখটা কেমন নরম হয়ে গেছে। আমি কোনকিছু বুঝে উঠার আগেই সে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে আমাকে। তার শরীরের অলৌকিক সুগন্ধে মন ভরে যায় আমার। মনে হয় – সত্যি সত্যিই পরীর দেশে চলে এসেছি আমি ।

পরীরা চিরদিন এমনি করেই স্বপ্ন–কিশোরীর রূপ ধরে সাত বছরের অবাস্তব শিশুমনে নেমে আসে-------

মেজবাহউদ্দিন জওহের
মে–২০০৫